৫। যীশু আমাদের পরিবর্ত্তে মরিলেন

যীশুর বিরুদ্ধে পটভূমিকা

প্রধান ধর্মযাজকগণ যীশুকে সহ্য করতে পারত না, কারণ যীশু তাদের পাপের কথা প্রকাশ করে দিতেন। এরা যীশুর প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল, কারণ বহু লোক যীশুর অনুসরণ করত। যীশু অনেক রোগী সুস্থ করেছিলেন, এমনকি কয়েকজন মৃতব্যক্তিকে প্রাণদান করেছিলেন; মসীহ সম্পর্কিত শাস্ত্রোল্লিখিত ভাববাণীসমূহ যীশুর জীবনে পূর্ণ হয়েছিল। এত সব সত্বেও ধর্মীয় নেতারা যীশুকে বিশ্বাস করেনি। বরং তারা যীশুকে বধ করার সিদ্ধান্ত করল এই অভিযোগে যে যীশু একজন বিদ্রোহী। তারা কিন্তু দিনমানে যীশুকে ধরতে সাহস পেল না, পাছে জনগণ ক্রুদ্ধ হয় তাই ঈষ্করোতীয় যিহুদাকে তারা প্ররোচিত করল যেন সে রাত্রে যীশুকে ধরবার জন্য তাদের সাহায্য করে।

নিস্তার পর্ব

ঈশ্বর একদা যীহুদী জাতিকে মিশ্রীয়দের দাস্যকর্ম থেকে মোশীর সাহায্যে মুক্ত করেছিলেন। এই ঘটনা স্মরণার্থ নিস্তার পর্ব পালন করার জন্য ঈশ্বর তাদের নির্দ্দেশ দেন। প্রতি বৎসর এই উৎসবে এক মেষশাবক হনন করা হ'ত পাপার্থক বলিরূপে; যীশুর আসন্ন মৃত্যুর এ ছিল একটি ইঙ্গিত। যোহন অবগাহক যীশুকে "ঈশ্বরের মেষশাবক" বলে চিহ্নিত করেছেন যিনি জগতের পাপভার বহন করেন। এজন্য আমাদের পাপভার নিজে বহন করে আমাদের স্থানে যীশুকে

হত হ'তে হয়েছিল। নিস্তার পর্ব্বের ভোজ খাওয়ার পর যীশুকে যিহুদা ধরিয়ে দিয়েছিল।

গেৎসিমানী বনে যীশু

যীশু প্রার্থনা করেন ঃ—

যীশু জানতেন যে যিহুদা তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে যাচ্ছে। তিনি আগে থেকে সাবধান হয়ে নিজেকে রক্ষা করতে পারতেন, কিন্তু আমাদের পাপ নিয়ে আমাদের স্থানে মরবার জন্যই তিনি জগতে এসেছিলেন। শিষ্যগণকে তিনি আগেই বলেছিলেন যে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ হতে হবে এবং তৃতীয় দিনে মৃত্যুকে জয় করে তিনি পুনরুত্থান করবেন। ভোজের পর তিনি শিষ্যগণকে সাথে নিয়ে গেৎসিমানী বনে প্রার্থনা করার জন্য গেলেন। এখানে তাঁরা প্রায়ই প্রার্থনা করতে আসতেন।

"পরে তাঁহারা গেৎসিমানী নামক এক স্থানে আসিলেন ; আর তিনি আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, আমি যতক্ষণ প্রার্থনা করি, তোমরা এখানে বসিয়া থাক। পরে তিনি পিতর যাকোব ও যোহনকে সঙ্গে লইয়া গেলেন এবং অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন ও উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমার প্রাণ মরণ পর্য্যন্ত দুঃখার্ত্ত হইয়াছে, তোমরা এখানে থাক, আর জাগিয়া থাক। পরে তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া ভূমিতে পড়িলেন এবং এই প্রার্থনা করিলেন, যদি হইতে পারে, তবে যেন সেই সময় তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া যায়। তিনি কহিলেন, আব্বা, পিতঃ সকলই তোমার মধ্যে, আমার নিকট হইতে এই পানপাত্র দূর কর ; তথাপি আমার ইচ্ছামত না হউক, তোমার ইচ্ছামত হউক।" মার্ক ১৪ ঃ ৩২-৩৬

অপাপবিদ্ধ যীশুর পক্ষে সদুদয় জগতের পাপভার বহন করা সহজ ছিল না। কিন্তু তবুও তিনি আমাদের পাপ থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। আমাদের অনন্ত জীবন দেবার অন্য কোন উপায় না থাকাতে আমাদের জন্য তাঁকে মরতে হয়।

যীশু ধৃত হন ঃ—প্রার্থনাকালে স্বর্গদূতগণ যীশুকে সান্ত্বনা ও সাহায্য দেবার জন্য এসেছিলেন। সে সময় যীশুর শিষ্যগণ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। শেষে যীশুই তাঁদের জাগিয়ে এই কথা জানিয়ে দিলেন যে নিরূপিত সময় এসেছে। একদল লোক যীশুকে ধরবার জন্য যিহুদার নেতৃত্বে এসেছিল।

"আর তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান যাজকগণ, ধর্মধামের সেনাপতিগণ ও প্রাচীনবর্গ আসিয়াছিল, যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, লোকে যেমন দস্যুর বিরুদ্ধে যায়, তেমনি খড়্গ ও লাঠি লইয়া তোমরা কি আসিলে? আমি যখন ধর্মধামে প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে ছিলাম, তখন আমার বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার কর নাই; কিন্তু এই তোমাদের সময় ও অন্ধকারের অধিকার। পরে তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গেল এবং মহাযাজকের বাটীতে আনিল।" লূক ২২ ঃ ৫২-৫৪

"আর প্রভাতেই প্রাচীনবর্গ ও অধ্যাপকদের সঙ্গে প্রধান যাজকগণ ও সমস্ত মহাসভা মন্ত্রণা করিয়া যীশুকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়া পীলাতের নিকট সমর্পণ করিল।" মার্ক ১৫ ঃ ১

"আর তাহারা তাঁহার উপরে দোষারোপ করিয়া বলিতে লাগিল, আমরা দেখিতে পাইলাম যে, এ ব্যক্তি আমাদের জাতিকে বিগড়িয়া দেয়, কৈসরকে রাজস্ব দিতে বারণ করে, আর বলে যে, আমিই খ্রীষ্ট

রাজা। তখন পীলাত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি যিহুদীদের রাজা? তিনি তাঁহাকে উত্তর করিয়া কহিলেন, তুমিই বলিলে।" লূক ২৩ : ২, ৩

"যীশু উত্তর করিলেন, আমার রাজ্য এ জগতের নয়; যদি আমার রাজ্য এ জগতের হইত, তবে আমার অনুচরেরা প্রাণপণ করিত, যেন আমি যিহুদীর হস্তে সমর্পিত না হই···ইহা বলিয়া তিনি আবার যিহুদীদের কাছে গেলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন, আমি ত ইহার কোনই দোষ পাইতেছি না। কিন্তু তোমাদের এমন এক রীতি আছে যে, আমি নিস্তার পর্ব্বের সময়ে তোমাদের জন্য এক ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিই; ভাল, তোমরা কি ইচ্ছা কর যে, আমি তোমাদের জন্য যিহুদীদের রাজাকে ছাড়িয়া দিব? তাহারা আবার চেঁচাইয়া কহিল, ইহাকে নয়, কিন্তু বারাব্বাকে। সেই বারাব্বা দস্যু ছিল।"
যোহন ১৮ : ৩৬-৪০

পীলাত ভাল করেই জানতেন যে প্রধান যাজকেরা ঈর্ষার বশবর্তী হ'য়ে যীশুকে তাঁর হাতে সমর্পণ করেছিল। এই যাজকরাই জনতাকে উত্তেজিত করেছিল যীশুর বিরুদ্ধে। যীশুর বদলে বারাব্বার মুক্তি দাবী করতে এরাই জনতাকে মন্ত্রণা দিয়েছিল।

পরে পীলাত আবার উত্তর করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, তবে তোমরা যাহাকে যিহুদীদের রাজা বল, তাহাকে কি করিব? তাহারা পুনর্ব্বার চীৎকার করিয়া বলিল, উহাকে ক্রুশে দাও। পীলাত তাহাদিগকে কহিলেন, কেন? এ কি অপরাধ করিয়াছে? কিন্তু তাহারা অতিশয় চেঁচাইয়া বলিল, উহাকে ক্রুশে দাও। তখন পীলাত

লোকসমূহকে সন্তুষ্ট করিবার মানসে তাহাদের জন্য বারাব্বাকে মুক্ত করিলেন এবং যীশুকে কোড়া মারিয়া ক্রুশে দিবার জন্য সমর্পণ করিলেন। মার্ক ১৫ ঃ ১২-১৫

ক্রুশারোপণ ঃ—যীশুকে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিল তখন শত্রুরা তাঁর উপর মিথ্যা দোষারোপ করছিল। সৈন্যগণ তাঁকে বিদ্রূপ করেছিল, তাঁর মুখে থুথু দিয়েছিল ও বেত্রাঘাত করেছিল। অপর দুই দুষ্কৃতকারীর সাথে তারা যীশুকে পথে পথে নিয়ে গিয়েছিল। এ সময়ে যীশু নিজেই সেই দুর্ব্বহ ক্রুশটি বহন করেছিলেন। অবশেষে কালভেরী পাহাড়ে তারা যীশুর হাত-পা ক্রুশের সাথে পেরেক দিয়ে গেঁথে দিল এবং ক্রুশটিকে বিদ্রূপকারী জনতার সমক্ষে সোজা করে রাখল। যীশু ঝুলে থাকলেন দুর্ব্বিসহ যাতনার মাঝে। ইনিই ঈশ-তনয় আর যারা তাঁকে মারছিল তাদের জন্যই তিনি মরছিলেন। সেই পাপীদের অনন্ত মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করার জন্য যীশু যন্ত্রণাময় ক্রুশীয় মৃত্যু বরণ করছিলেন। স্বর্গ থেকে আগুন নামিয়ে এনে আপনার চতুর্দিকস্থ সবকিছু এক মুহূর্তেই তিনি বিধ্বস্ত করে ফেলতে পারতেন কিন্তু তার পরিবর্তে তাঁর মুখে শোনা গেল অমৃতস্বর-বাণী, "পিতঃ ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কারণ ইহারা কি করিতেছে তাহা জানে না।"

মানুষের পাপের জন্য মসীহের মৃত্যু সম্পর্কে ভাববাদী যিশাইয় লিখেছেন ঃ—

"কিন্তু তিনি আমাদের অধর্ম্মের নিমিত্ত বিদ্ধ, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেন; আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁহার উপরে

বর্তিল এবং তাঁহার ক্ষতসকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল; আমরা সকলে মেষগণের ন্যায় ভ্রান্ত হইয়াছি, প্রত্যেকে আপন আপন পথের দিকে ফিরিয়াছি; আর সদাপ্রভু আমাদের সকলকার অপরাধ তাঁহার উপরে বর্তাইয়াছেন।

" তিনি উপদ্রব ও বিচার দ্বারা অপনীত হইলেন
... তিনি জীবিতদের দেশ হইতে উচ্ছিন্ন হইলেন।"

আমার জাতির অধর্ম প্রযুক্তই তাঁহার উপরে আঘাত পড়িল।

যিশাইয় ৫৩ ঃ ৫-৮

অন্যান্য ভাববাদীগণ লিখেছেন যে যীশু বন্ধুর দ্বারা প্রতারিত হবেন, তাঁর হাত-পা বিদ্ধ হবে, তাঁর সকল অস্থি সন্ধিচ্যুত হবে, লোকে তাঁকে বিদ্রূপ করবে, জলের বদলে তাঁকে পানার্থ সিরকা দেবে আর তাঁর পরিচ্ছদের জন্য গুলিবাঁট করবে। এ সকলই যীশুর ক্রুশারোপনের সময়ে পূর্ণ হয়েছিল। ভাববাদীগণের কথা একটিও বিফল হয় নি।

যীশুর মৃত্যু ঃ—যীশুর মৃত্যু যারা প্রত্যক্ষ করছিল তারা সকলেই যে যীশুকে বিদ্রূপ করেছিল, তা নয়। যীশুর দুই পাশের দুই দস্যুর মধ্যে একজন ঐ অবস্থায় যীশুতে বিশ্বাস করে তার সকল পাপের ক্ষমা ও অনন্ত জীবন লাভ করেছিল।

"পরে সে কহিল যীশু, আপনি যখন আপন রাজ্যে আসিবেন, তখন আমাকে স্মরণ করিবেন। তিনি তাহাকে কহিলেন, আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি, অদ্যই তুমি পরম দেশে আমার সঙ্গে উপস্থিত হইবে।" লূক ২৩ ঃ ৪২-৪৩

"তখন বেলা অনুমান ষষ্ঠ ঘটিকা, আর নবম ঘটিকা পর্য্যন্ত সমুদয় দেশ অন্ধকারময় হইয়া রহিল, সূর্য্যের আলো রহিল না। আর মন্দিরের তিরস্করিণী মাঝামাঝি চিরিয়া গেল। আর যীশু উচ্চ রবে চীৎকার করিয়া কহিলেন, পিতঃ তোমার হস্তে আমার আত্মা সমর্পণ করি ; আর এই বলিয়া তিনি প্রাণ ত্যাগ করিলেন।"

লূক ২৩ : ৪৪-৪৬

"শতপতি এবং যাহারা তাঁহার সঙ্গে যীশুকে চৌকি দিতেছিল, তাহারা ভূমিকম্প ও আর যাহা যাহা ঘটিতেছিল, দেখিয়া অতিশয় ভয় পাইয়া কহিল, সত্যই, ইনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।" মথি ২৭ : ৫৪

আপনার করণীয়

৮। শূন্য স্থানে আপনার নাম লিখুন :—

যীশু ক্রুশে হত হয়েছিলেন .....

..... পাপের জন্য। তিনি পাপের শাস্তি নিজে গ্রহণ করেছিলেন, যেন ..... বাঁচে ও অনন্ত জীবন পায়। ঈশ্বর তোমায় ধন্যবাদ দিই যে তুমি আপন পুত্রকে জগতে পাঠিয়েছ.....

..... স্থান গ্রহণ করার জন্য।